সমকাল

তারিখ ... 07 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষকদের সম্মান দিন

বেলাল হোসাইন রাহাত

পৃথক বেতন কাঠামো ও গ্রেড সমস্যা নিরসনের দাবিতে প্রায় চার মাস ধরে আন্দোলন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এর মধ্যে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বাদ দিয়ে গত ৭ সেপ্টেম্বর অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। এরপর শিক্ষকদের আন্দোলন আরও জোরদার হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কর্মবিরতি পালন করেন। সর্বশেষ মঙ্গলবার তারা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে অক্টোবর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দেন।

শিক্ষকদের এ আন্দোলন আমাদের ব্যথিত না করে পারে না। বিশ্বের সব সমাজে শিক্ষকদের শ্রদ্ধাশীল ও সম্মানের পাত্র মনে করা হয়। বরাবরই শিক্ষকদের সম্মানিত করা হয়। পেশাদারিত্বের স্বীকৃতিতে সেই সম্মানকে আরও বেশি সুশোভিত করে। কিন্তু আমাদের চিত্র যেন ভিন্ন। শিক্ষকরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে পিতা-মাতার চেয়ে শিক্ষকদের অবদান কম নয়। তারা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়ে নীতি-নৈতিকতা ও জীবনাদর্শের বলয় একজন শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত ও কর্মময় জীবনকে মুখরিত করে। পাশাপাশি পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র তথা দেশ-জাতি তার দ্বারা উপকৃত হয়। এ জন্য শিক্ষকদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান দেখানো উচিত।

কিন্তু আমরা কি পারছি তাদের সম্মান দেখাতে? বর্তমান তারা তাদের সম্মানটুকু পাওয়ার জন্য আন্দোলন করছেন, যা সত্যিই আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। আমরা তাদের সম্মানিত করতে পারছি না। অথচ আমরা সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখছি। যারা আমাদের পথপ্রদর্শক, তাদেরকে অসম্মানিত করে ভালো কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। শিক্ষকদের আজ থাকার কথা ছিল ক্লাস রুমে বা গবেষণা কাজে। কিন্তু সম্মান বা বেতন কাঠামোর জন্য তাদের আজ

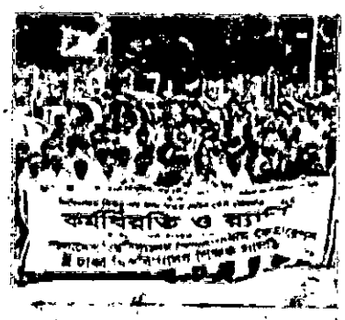

আন্দোলন করতে হচ্ছে।

আধুনিক সময়ে যখন সভ্যতার উৎকর্ষ সবাই দাবি করছি, তখন আলোর দিশারি শিক্ষক সমাজ কতটা তার প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছেন– এমন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সমাজ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য চাহিদা ও দ্রব্যমূল্য বাড়লেও শিক্ষকদের বেতন আশানুরূপভাবে তেমন বাড়েনি। অন্য পেশাজীবীদের আয় বাড়লেও তাদের আয় সেভাবে বাড়েনি।

সরকারি বা বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম চাহিদা পূরণের দাবিতে তাদের রাজপথে নামতে হয়েছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও শিক্ষকদের বেতন কাঠামো বা সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করার মতো নয়। শিক্ষকদের জীবনযাপনের জন্য আর্থিক অবস্থাও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একই শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনকারী সরকারি অন্য কর্মকর্তারা যে সুযোগ ও সম্মান পান, শিক্ষকরা কেন পাবেন না– এ প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক নয়।

অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করেন। উৎপাদন করেন জ্ঞান, যা দেশ ও বিশ্বের কল্যাণে অত্যাবশ্যক। তাদের হাত ধরেই সব জ্ঞানের বাস্তবায়নে দক্ষ-যোগ্য প্রশাসনিক নেতৃত্ব তৈরি হয়। মেধাদীপ্ত তরুণ শিক্ষার্থীদের বিশেষজ্ঞরূপে শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। অথচ তাদের অবদান আমরা মনে রাখার প্রয়োজন মনে করছি না। বরাবরই শিক্ষকরা অবহেলিত হয়ে আসছে। এখন সময় এসেছে শিক্ষকদের সর্বোচ্চ মর্যাদার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার। উন্নত বিশ্বে শিক্ষকদের বেতন, সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্মান অনেক বেশি, যা অনুসরণযোগ্য। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে মনে করি, শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থার অবসান না হলে জাতির শিক্ষার মান ও ব্যবস্থাপনা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। তাদের আন্দোলনে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষার্থীরা। এ জন্য সরকারের উচিত জাতির স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব তাদের সম্মানিত করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। যদি সরকার সত্যিকার অর্থেই দেশের ভালো চায়, দেশকে ভালোবাসে, তাহলে শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবি মেনে নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক।

● শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
rahatju64@gmail.com